JUL 06 2002

যুগান্তর

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

ঢাবির অধিকাংশ ছাত্র-শিক্ষক ইন্টারনেট সুবিধা থেকে বঞ্চিত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

তথ্যপ্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের যুগেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র-শিক্ষক ইন্টারনেট সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮ হাজার ছাত্রছাত্রীর ব্যবহারের জন্য মাত্র ৯টি এবং দেড় হাজারেরও বেশি শিক্ষক-গবেষকের জন্য মাত্র ২০টি ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে।

ছাত্র-শিক্ষকদের অধিকাংশই বাধ্য হয়ে নগরীর বিভিন্ন 'সাইবার ক্যাফে'তে গিয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। কয়েক বছর আগে দেশের সব সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন 'বারনেট প্রকল্প' হাতে নিলেও তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হয়নি। শিক্ষার্থী, গবেষক ও শিক্ষকদের ইন্টারনেট ব্যবহার সহজলভ্যতার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় **ইন্টারনেট** : পৃষ্ঠা : ৬ কলাম : ৭

ইন্টারনেট : ঢাবি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ক্যাম্পাসে 'ভি স্যাট' বসানোর পরিকল্পনা থাকলেও তাও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে।

জানা যায়, ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারের জন্য কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে দুটি, বিজ্ঞান গ্রন্থাগারে তিনটি এবং কম্পিউটার সেন্টারে পাঁচটি ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার রয়েছে। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে একজন শিক্ষার্থী মাত্র ২০ মিনিট ইন্টারনেট ব্রাউজিং করার সুযোগ পায়। বিজ্ঞান গ্রন্থাগারের সব লাইনই এখন বিকল। কম্পিউটার সেন্টারের পাঁচটি ইন্টারনেট লাইন শুধু চতুর্থ বর্ষ ও মাস্টার্সের ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে। কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে শিক্ষক ও গবেষকদের জন্য মাত্র দুটি লাইন রয়েছে।

কয়েক বছর আগে কম্পিউটার সেন্টারে 'বারনেট প্রকল্প' ও কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে অটোমেশন প্রজেক্টের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়। পরে কম্পিউটার সেন্টারের মাধ্যমে রসায়ন বিভাগ, ফলিত রসায়ন বিভাগ, মাইক্রো বায়লোজি বিভাগ, কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ, আইন, ভূগোল এবং গণিত বিভাগে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়। কম্পিউটার কাউন্সিলের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার এসোসিয়েশন, আইবিএ, ফলিত রসায়ন বিভাগ, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ভূতত্ত্ব বিভাগ এবং কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি থেকে অর্থনীতি, লোকপ্রশাসন এবং বিজ্ঞান গ্রন্থাগারে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়েছে। এই বিভাগগুলো থেকে বিভিন্ন বিভাগেও সংযোগ দেয়া হয়েছে। বিভাগের ইন্টারনেট লাইনগুলো শুধু বিভাগীয় শিক্ষকরাই ব্যবহার করেন। অধিকাংশ সময় ছাত্রছাত্রীরা ব্রিটিশ কাউন্সিল, নীলক্ষেত, আজিমপুর ও শাহবাগসহ নগরীর বিভিন্ন 'সাইবার ক্যাফে'তে গিয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারী শিক্ষার্থীরা বলেছে, ক্যাম্পাসের ইন্টারনেট খুবই ধীর গতিসম্পন্ন।

ক্যাম্পাসে ইন্টারনেট ব্যবহারের তেমন সুযোগ-সুবিধা না থাকলেও বেশকিছু বিভাগ ছাত্রছাত্রীদের কম্পিউটার শিক্ষা প্রদানের জন্য নিজেদের উদ্যোগে কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা করেছে। লোকপ্রশাসন বিভাগ, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ, বাণিজ্য অনুষদের সব বিভাগ ছাড়াও বেশকিছু বিভাগে কম্পিউটার ল্যাব রয়েছে। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নিয়ে ল্যাবগুলোতে কম্পিউটার শিক্ষা দেয়া হয়। তবে সমাজকল্যাণ ইন্সটিটিউটে প্রতিষ্ঠিত কম্পিউটার ল্যাবটি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে বলে ছাত্রছাত্রীরা জানিয়েছে। ১৯৯৯ সালে একদল ছাত্রছাত্রীর উদ্যোগে 'কম্পিউটার এসোসিয়েশন' গঠিত হলেও বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে গত এপ্রিল মাসে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা বন্ধ করে দেয়।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, ১৯৯৮ সাল থেকে ক্যাম্পাসে 'ভি স্যাট' বসানোর উদ্যোগ নেয়া হয়। বিভিন্ন কারণে সে প্রক্রিয়া থেমে যায়। গত মার্চে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 'ভি স্যাট' স্থাপনের জন্য পত্রিকায় টেন্ডার দেয়। টেন্ডারে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। তবে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এ ব্যাপারে তথ্যপ্রযুক্তি ইন্সটিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক আহমদ শফি বলেছেন, কয়েক বছর ধরে 'ভি স্যাট' বসানোর কথা শুনেছি। এজন্য অনেক টাকা প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীর ইন্টারনেট ব্যবহারের কথা স্বীকার করে তিনি বলেন, আমাদের প্রতিটি লাইব্রেরিতে ইন্টারনেট সংযোগসহ ২৫/৩০টি কম্পিউটার থাকা উচিত। উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থীকে কম্পিউটার শিক্ষা দেয়ার পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। ইন্টারনেট ব্যবহার সহজতর [illegible] হলে ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞান থেকে বঞ্চিত হবে।